গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৩০ এপ্রিল, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বুথ ফেরত ভোট সমীক্ষা

দুই বুর্জোয়া জোটের মধ্যেই জনমতকে বাঁধবার ষড়যন্ত্র

প্রথম দফা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরই শুরু হয়েছে বুথ ফেরত সমীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী। আজ তক্, সাহারা, স্টার, জি প্রভৃতি টিভি চ্যানেলগুলি বুথফেরত ভোটারদের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মতামত নিয়ে তা সমগ্র জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ঘোড়দৌড়ের আগাম ফলাফল বলার মতোই, কে কত আসনে জিতবে কে কত আসনে হারবে তা আগাম ঘোষণা করছে। এর জন্য একটা তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও একদল পেশাদার বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়ে গিয়েছে ! এরা খবরের কাগজ ও টিভির পর্দায় ভোটের বাজার গরম করছে। জ্যোতিষীদের মতোই এদের ঘোষিত ফলাফল হয়তো কাকতালীয়ভাবে কখনো খানিকটা মেলে, কখনো 'প্রায় মেলে', কখনো পুরো উল্টে যায়। কিন্তু মিলুক বা না মিলুক এইসব বিশেষজ্ঞ এর দ্বারা ভোট সম্পর্কে চরম বীতস্পৃহ জনসাধারণকে শুধু ভোটে আগ্রহী করে তোলে তাই নয়, এর দ্বারা পরবর্তী দফার ভোটকেও বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সামগ্রিকভাবে ভোটপর্ব শেষ হওয়ার আগেই মাত্র অল্প কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট হওয়ার সাথে সাথে বুথফেরত সমীক্ষা করাটা কি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির লঙ্ঘন নয়?

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। এজন্য প্রয়োজন এমন একটা পরিবেশ, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত দলের রাজনৈতিক বক্তব্য, প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যকলাপ বিচার-বিশ্লেষণ করে, স্বাধীন মতামত প্রয়োগ করে নিঃশঙ্কচিত্তে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে এই অবস্থা আজ আর কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে ভোট আজ পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

শাসক ও সংসদীয় বিরোধী পক্ষ, প্রত্যেকেই লোকঠকানো ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাস্তবে ক্রিমিনালদের সাহায্যে ও টাকার জোরে ভোট কুড়োচ্ছে, তারপর গদিতে বসে জনসাধারণের ওপর কর-দর বৃদ্ধির বোঝা চাপাচ্ছে। বছরের পর বছর মানুষ দেখছে ভোটার তালিকা তৈরিতে কারচুপি থেকে শুরু করে ভোটের প্রতিটি স্তরে কীভাবে গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হচ্ছে। একদিকে ক্ষমতাসীন দলগুলির জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে ভোটে ক্রমবর্ধমান গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের ফলে ভোট সম্পর্কে মানুষ ক্রমেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। তাই প্রচারে প্রচারে বাজার গরম করে ফেললেও দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ কেন্দ্রেই ৫০/৫৫ শতাংশের বেশি

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল কুলতলিতে এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড সইদুল সর্দারের হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় ধিক্কার মিছিল। নেতৃত্ব দেন কমরেড অনিল সেন ও কমরেড প্রভাস ঘোষ।

সিপিএম ঘাতকবাহিনীর হাতে এস ইউ সি আই কর্মী নিহত, অপর এক কর্মী অপহৃত

সারা বছর ধরেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থকদের ওপর সিপিএম যে হামলা-সন্ত্রাস চালায়, লোকসভা নির্বাচনের মুখে তা যথারীতি তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার ২৪ এপ্রিল, পার্টির ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় সমাবেশের পরিবর্তে বিভিন্ন জেলায় এবং জেলারও নানা অঞ্চলে সভা-সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো কুলতলি ব্লকের জালাবেড়িয়া অঞ্চলে পয়তারহাটে এদিন বিকালে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিকাল ৩টার সময় যখন পার্টিকর্মীরা সভার প্রস্তুতি করছেন, অতর্কিতে সিপিএম ঘাতকবাহিনী সেখানে হামলা চালায়। এস ইউ সি আই-এর সভা হবে জেনে আগে থেকেই ১৫/২০ জন সশস্ত্র সিপিএম সমাজবিরোধী ওখানে একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। তারা অতর্কিতে বেরিয়ে এসে কমরেড সইদুল সর্দারকে ঘিরে ধরে গুলি চালায়, সইদুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এর পর খুনীরা তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে। উপস্থিত জনসাধারণ এগিয়ে গেলে খুনিরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালায়। এলাকার শোকবিহ্বল জনতা মৃতদেহ ঘিরে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ঘাতকদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে মৃতদেহ পুলিশকে দিতে অস্বীকার করে। গভীর রাতে পুলিশ কর্তারা খুনিদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেয় জনতা।

অপর ঘটনায় মৈপীঠ অঞ্চলের বিনোদপুর গ্রামের এস ইউ সি আই

চারের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি জনমনে আলোড়ন তুলছে

মুর্শিদাবাদ

নির্বাচন এগিয়ে আসতেই মুর্শিদাবাদ জেলায় সিপিএম ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের বুথ দখলের জমির একটা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে ধীরগতিতে। গাড়ি, টাকা, মস্তানির প্রতিযোগিতার মধ্যে আম জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা বেদনার কোন স্থান নেই। নারীপাচার, শিশুপাচারের ঘটনায় শীর্ষস্থানীয় এই জেলার মানুষের অন্তরে ক্ষোভ আর হাহাকার। ভাঙনের উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মাইগ্রান্ট লেবার, যক্ষ্মারোগী কয়েক লাখ বিড়ি শ্রমিক, অপুষ্টির শিকারে মৃতপ্রায় অগণিত শিশুর বাবা-মার বুকে জ্বলছে তুষের আগুন, আর এদের সম্বন্ধে বাড়ছে তীব্র ঘৃণা। ২২টা ব্লকের আর্সেনিক দূষিত জল পান করে মৃত্যুমিছিলের শরিক এ জেলার মানুষের অন্তরে তৃণমূল-বিজেপি জোটের 'ফিল গুড' কিংবা কংগ্রেস ও সিপিএম ফ্রন্টের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কোনো সুখের আশাই জাগাতে পারেনি। পতাকার রংয়ের ফারাক দিয়ে রাজনৈতিক মিলকে আড়াল করা যাচ্ছে না।

ফারাক্কার হাজারিপুর-ভবানীপাড়ায় এস ইউ সি আই-এর কর্মীরা পৌঁছালে গোটা গ্রামের লোক ভিড় করে জমে যায়। এই তাদের দল, নিজেদের দল। নারী পুরুষের উষ্ণ আপ্যায়নের বিহ্বলভাব কাটিয়ে মিটিং করতে হল। গণকমিটিও হল পঁচিশ জনকে নিয়ে। দায়িত্ব নিয়ে স্বাক্ষর শুরু হল। গ্রামবাসীদের ভাষায় ঃ এটাই গরিবদের সত্যিকারের পার্টি। আমরা এই পার্টিই করবো।

মহেশাইলের সাহাপাড়া। সিপিএম কর্মীরা এস ইউ সি আই কর্মীদের দেওয়াল লিখতে দেবে না। ওটা নাকি ওদের 'এলাকা'। উপদেশ দিল — 'ফালতু পয়সা নষ্ট করে কী হবে দেওয়াল লিখে ? ভোট তো কেউ দেবে না।' এবার জমিদারের প্রজারা ফুঁসে উঠল। ওরা এস ইউ সি আই কর্মীদের সঙ্গে থেকে অনেক দেওয়ালে লেখালো। মিটিংয়ের দিনক্ষণ স্থির হল। বোঝা গেল জমিদারি ভাঙছে।

ঠা ঠা রোদ। ফিডার ক্যানেল পার হয়ে আমুহাঘাট পেরিয়ে এক গ্লাস জলের জন্য বসলেন এস ইউ সি আই নেতা কমরেড কুণাল বিশ্বাস। কথায় কথায় প্রকাশ পেল, এরা এস ইউ

দুয়ের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি জনমনে আলোড়ন তুলছে

একের পাতার পর

সি আই প্রার্থী আব্দুস সঙ্গীদের প্রচারে এসেছে। ব্যস্। দোকানদার বললেন — 'এই তো দল ! আমি তো দাদা এই দলই করতে চাই। এদিকে তো আপনারা নাই — এবার হবে। আমায় হ্যান্ডবিল দিন। কাগজপত্র দিন। আমি কাজ করবো।' অজানা বন্ধু এগিয়ে এসে কাজ শুরু করেছেন। ''আর হ্যাঁ, আপনাদের জন্য চা কিন্তু ফ্রি — যতবার আসবেন।'' এমন ভালবাসা, আগ্রহ এই অজানা এলাকায় অপেক্ষা করছে কেই বা জানতো !

একটু জল দেবেন ? বেরিয়ে এলেন পুরোহিত। এই এলাকা কর্মীদের অজানা। পরিচয় পর্ব শেষ হলে পুরোহিত মশাই আনন্দে বলে উঠলেন, আমি তো কবে থেকেই এস ইউ সি আই! উনি লোকজন জড়ো করে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। কমিটি হল। হ্যান্ডবিল বিলি আর সই সংগ্রহের ব্যবস্থা হল। জলের সঙ্গে পাওয়া গেল ফলমূল, একটা আস্তানা, অনেক নতুন কর্মী।

জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের এসব ঘটনা জেলার নানা প্রান্তেরই কিছু নমুনা মাত্র। ওরা সবাই ভাঙছে। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি-তৃণমূল — সবাই। মানুষ খুঁজছে এস ইউ সি আই-কে। ওসব দলের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরাও খুঁজছে, চাইছে এস ইউ সি আই-কে।

শহর বহরমপুর। পিছনে ডাক — শুনুন ! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখা গেল এক ভদ্রলোক। মাঝবয়সী। প্রশ্ন — কেমন বুঝছেন ? পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন কর্মীটি — আপনাদের নিয়েই তো আমরা। উত্তর এল ঃ 'আমরা কয়েকজন নিজেরা বসেছি, বলছি ''বেস্ট পার্টি'', ''বেস্ট ক্যান্ডিডেট'' । বক্তা একজন ডাক্তার। সংশয় নিয়ে বললেন, 'ভোটটা দিতে পারবো তো ?' মনে পড়ছে আর একটা কথা। বহরমপুর ভাকুড়ি অঞ্চলে মাইক দিয়ে মিটিং কবে হবে ? বারবার এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল — বেশ কিছু কর্মচারী একটা সভার প্রস্তাবক। টাকা পয়সা তাঁরাই দেবেন। ''আপনারা বড় হোন। আরও কাজ করুন। আমরা তাকিয়ে আছি আপনাদের দিকেই। আপনাদের আন্দোলনের সাফল্য কংগ্রেস, তৃণমূল-বিজেপি চুরি করতে চাইছে। একটা বিকল্প জোট যদি করতে পারতেন ভাল হত। আপনাদের নেতাদের বলবেন'' — বললেন এক চাকুরিজীবী। এমন আকৃতি এই শহরেই জন্ম নিচ্ছে, বাড়ছে, মধ্যবিত্ত আর বস্তির ঘরে ঘরে। এস ইউ সি আই প্রার্থী অপূর্ব ব্যানার্জীর পক্ষে এমন করেই দাঁড়িয়ে ভরতপুরের অন্তত চল্লিশটি যুবক, সালারে শিক্ষক মশাই, সাইকেল মিস্ত্রি। প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মী যুবক এসেছেন দলে। বরেএগ্রায় এসেছেন আর এস পি ছেড়ে অনেক যুবক। আর এস পি'র প্রাক্তন বর্ষীয়ান জেলাস্তরের কৃষক নেতা ঘুরছেন ঃ এস ইউ সি আই-কে ভোট দিতে হবে।

লালগোলা থানার কানাপাড়ায় ঢুকে পড়ল পুরাতন কর্মী এমদাদুল। সাথীকে নিয়ে লিখতে গেল। নতুন এলাকা। তেড়ে এলেন বাড়িওয়ালা। লিখতে দেবেন না। পার্টির পরিচয় শুনে বললেন — ''ও, এস ইউ সি আই ? একটাই তো আন্দোলনের পার্টি। লেখো, ভাল করে লেখো। অন্য কাউকে লিখতে দিইনি। চল আমিও থাকি।'' এখানে এবার দল হবে — শুরু হয়ে গেল কাজ। কমরেড এমদাদুল গিয়েছিল মুর্শিদাবাদ লোকসভার প্রার্থী খাদিজা বানুর হয়ে প্রচার করতে।

দৌলতাবাদ থানার মদনপুর অঞ্চল। লোকসভা প্রার্থী কমরেড খাদিজাবানু ও কমরেড দেবাশিষ চক্রবর্তী গাড়িতে ফিরছেন মিটিং করে। গ্রামবাসীরা ঘিরে ফেলল গাড়ি। জানল যে, গাড়িতে এস ইউ সি আই প্রার্থীও আছেন। তারা বললো, মিটিং না করলে ছাড়বো না। সম্পূর্ণ নতুন এলাকা। ওরাই লোকজনকে বসালো। ৭০ জন উপস্থিত। মিটিং হল, কমিটি হল। স্বাক্ষর ফর্ম দেওয়া হল। যুবকরা স্বেচ্ছাসেবক হল। সিপিএম-এর নির্দিষ্ট কিছু লোকের কুমন্তব্যের জবাবে রুখে দাঁড়িয়ে ওরাই বলল — ''সিপিএম-কংগ্রেস অনেকদিন করে দেখলাম। আজ আমরা বুঝেছি এই দলটাই একমাত্র সঠিক। দেখিস, তোদেরও আসতে হবে দু'দিন পরে।''

ইসলামপুর থানার হুদা হেরামপুর এলাকা। এটাও কংগ্রেস-সিপিএমের ঘাঁটির মার্কা নিয়ে লোকমুখে ঘোরে। খুনখারাপি হয়। কিছু যুবক এসে ধরলো প্রধান অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নেতা গিয়াস রেজানুরকে। উনি ফিরছিলেন। এইসব অঞ্চলে এস ইউ সি আই প্রার্থী ঘুরে গিয়েছে। জনগণ বক্তব্য শুনেছে গভীর আকৃতি নিয়ে। ছেলেরা বলল — এখানে মিটিং করুন, আমরা এস ইউ সি আই করবো। চল্লিশ জনকে জড়ো করল তারাই। কমিটি হল। স্বেচ্ছাসেবক হল। হুড়শী লোচনপুরে নতুন নতুন গ্রামে ভেঙে পড়ছে নারীপুরুষ। সিপিএমের হুমকি — এস ইউ সি আই-র মিটিংয়ে গেলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। ওরা কিন্তু আটকাতে পারেনি। একটার পর একটা গ্রামে হচ্ছে কমিটি। মানুষ সই সংগ্রহের ফর্ম নিচ্ছে। খালি গলায় বক্তৃতা। প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে। এস ইউ সি আই প্রার্থী খাদিজা বানুর মিটিংয়ের পাশেই নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে মাইকে বক্তৃতা করছে সংসদ প্রার্থী। জনগণের মন্তব্য ঃ দেখলে তো, ওদের চেয়ে এস ইউ সি আই-র মিটিংয়ে কত বেশি লোক এসেছে ! তাদের সকলের প্রশ্ন — আমরা এই পার্টিটাকে ভোটটা দিতে পারবো তো ? নাকি পঞ্চায়েতের মতো মার খেয়ে পালাতে হবে ? বুথ দখল হবে ?

৫০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত লোকের ভিড় হরিহরপাড়ায় প্রার্থী সফরে। গড়ে উঠছে কমিটি, গ্রামের পর গ্রামে ওদের ঘাঁটি ভাঙছে। লালবাগের নতুনগ্রাম অঞ্চলে সিপিএম-কংগ্রেস ভেঙে এভাবেই গড়ে উঠেছে কমিটি — পাঠান পাড়া, টিকটিকি পাড়া প্রভৃতি এলাকায়। ভয় পেয়ে এস ইউ সি আই-র কমরেড আলি হোসেনকে মারবার চক্রান্ত চলছে। গালিগালাজ চলছে সিপিএমের দুষ্কৃতীদের। কিন্তু লালবাগ শহর থেকে কমরেড আলি হোসেন রোজ যাচ্ছেন সব বাধা উপেক্ষা করে। নতুন কমরেডদের কাছে তিনি হয়ে উঠছেন প্রিয় আলি ভাই।

ভাঙনের জেলা মুর্শিদাবাদ। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলো ভাঙছে। পুঁজিপতিদের এজেন্ট হিসেবে ফ্রন্টের ভূমিকা দেখে মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাঙছে তারাও। নিচুতলার সাধারণ মানুষ এদের শিবির ছেড়ে নিজের শিবিরে ফিরছে। ঘটছে মোহমুক্তি। জেলার শোষিত মানুষ কৃষক, মজুর, শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, নির্যাতিতা নারী — এস ইউ সি আই'র রাজনীতির সংস্পর্শে আসছে। আসতে চাইছে — লড়তে চাইছে — বাঁচতে চাইছে। রাজনীতির বিপ্লববিরোধী শিবির ভাঙছে, গড়ে উঠছে নতুন বিকল্প পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী রাজনীতির শিবির।

বাঁকুড়া

কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল, বামফ্রন্ট — বিভিন্ন রাজ্যে বা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থেকে জনস্বার্থ রক্ষার যে নমুনা তুলে ধরেছে সাধারণ মানুষ তাতে হতাশ। তাই এই নির্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থী ও দলীয় কর্মীদের ছোটাছুটি থাকলেও সাধারণ মানুষ বড়ই নিষ্প্রভ। বারবার ভোট দিয়ে ক্লান্ত মানুষ ভোটের মধ্যে কি জীবনের সমস্যা সমাধানের পথ পাচ্ছেন ? তা পাচ্ছেন না বলেই এস ইউ সি আই-এর বিকল্প লাইন গণআন্দোলনের প্রতি জনসাধারণ আকৃষ্ট হচ্ছেন। কিসের টানে ? 'বামপন্থার ঝান্ডা আপনারা তুলে ধরেছেন, আপনাদের সমর্থন করব', বললেন বাঁকুড়ার এক খেতমজুর। কেঠারডাঙার এক গরিব মানুষ বললেন, 'পৌরনির্বাচনে আপনাদের সমর্থন না করে ঠকেছি, এবার থেকে আপনাদের সমর্থন করব, কেননা আপনারাই আমাদের সমস্যা নিয়ে লড়ছেন।'' সমস্যা জর্জরিত মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় এস ইউ সি আইকে চিনেছেন। জনৈক ব্যাঙ্ক কর্মীর মন্তব্য ঃ 'আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আপনাদের সমর্থন করব।'

বাঁকুড়ার পুরন্দরপুর অঞ্চলে দলীয় কর্মীরা গিয়েছিলেন দেওয়াল লিখতে। ওখানকার ২০/২২ জন যুবক দেওয়াল লিখনে যোগ দেয়। কেন্দুয়াডিহিতে একজন শিক্ষক, একজন দোকানদার বলেন, 'আপনাদের বুলেটিন খুবই ভাল হয়েছে। ঘরে ঘরে দিন। এবার ভোট আপনাদেরই দেব।' এক রিক্সাচালক বলেন, 'আপনাদের বুলেটিন পড়ে ভাল লেগেছে। অন্যান্যদের কাছে আমি এই পার্টির কথা বলি।' সিমলাপালের এক যুবক বলেন, 'আমি যেখানেই যাই আপনাদের কথা বলি, আমাকে বুলেটিন দিন, প্রচার করব।' ছাতনার এক মৃৎশিল্পী জেলা অফিসে এসে বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে আমি দেখেছি এই দলই করা উচিত, আমাদের দায়িত্ব দিন।'

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র বাঁকুড়া সদর, ওন্দা, ছাতনা, কাশীপুর, রঘুনাথপুর, পাড়া, হুড়া — এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত। এখানে দলের প্রার্থী হয়েছেন ডাক্তার ভাস্কর ভদ্র। বহু গণআন্দোলনের তিনি পরীক্ষিত নেতা। খরা কবলিত এই জেলার সমস্যা নিয়ে লড়াইতে তিনিও অন্যতম প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন। তারই মতো আরও বহু নেতা ও কর্মীদের আন্দোলনে নিষ্ঠা, সততা, এবং গদিসর্বস্ব রাজনীতির বিপরীতে দলের গণআন্দোলনের ধারা, সংগ্রামী বামপন্থী ঐতিহ্য মানুষকে এই দলের প্রতি আকৃষ্ট করছে। জেলার অপর লোকসভা কেন্দ্র বিষ্ণুপুরেও প্রার্থী কমরেড শ্রবণ মণ্ডলের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে কর্মীরা জনগণের ভালবাসা ও সমর্থন পাচ্ছেন।

পুরুলিয়া

পুরুলিয়াতে নির্বাচনের আর এক নাম 'ভোট পরব'। ভোট এলে বাতাসে টাকা ওড়ে, মদের বন্যা বয়। শাসক রাজনৈতিক দলগুলো লক্ষ লক্ষ টাকায় গেট, কাট-আউট বানায়, দেওয়াল লিখনেও টাকার ছড়াছড়ি। নতুন রং-এ সেজে ওঠে শহর, গঞ্জ, গ্রাম। আর গরিব মানুষের গরিবি আর লাচারির সুযোগ নিয়ে চলে মানুষ কেনা-বেচা। ভোটের আগেও যা চলে, ভোটের দিনে সে 'পরব' হয়ে ওঠে নরক যন্ত্রণা। কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম, ফরোয়ার্ড ব্লকের এই প্রতিযোগিতা — কে কাকে টেক্কা দেবে।

আর এর পাশাপাশি লড়ছে এস ইউ সি আই। নির্বাচনী লড়াই এ দলের কাছে 'পরব' নয়। শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। তাই দলের কর্মীরা দাবদাহ উপেক্ষা করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের ভালবাসায় আপ্লুত হচ্ছে। এখানে তো গরিব মানুষের ক্ষোভের আগুন নেই, আছে আতিথেয়তা পরম স্নেহে, মমতায়।

প্রত্যন্ত বান্দোয়ান — সবে দলের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামে গ্রামে প্রবল দারিদ্র্য, আদিবাসী গ্রামগুলোতে অভাব না দেখলে এ জেলার গরিবি অজানা থাকে। সেখানেও দলের কর্মী পৌঁছাবার আগে দলের আন্দোলনের খবর পৌঁছে গিয়েছে। পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য গ্রামে সভা করছেন, বৃদ্ধ আদিবাসী থেকে তরুণ যুবক বক্তব্য শুনছেন। আদিবাসী এক বৃদ্ধা বলে উঠলেন — 'এই পার্টিটা হামদের ছা-দের জন্যি ইংরাজি আইনেছে, আমরা জানি বামফ্রন্ট উঠাই দিয়েছিল, ইয়ারাই লড়ে চালু করেছে, ইবারে ইয়াদেরই ভোট দিব।' পার্টিকর্মীদের ঘরের সন্তানের মত আদরে রেখেছে। রান্না করা তরকারি দিয়ে বলে যাচ্ছে, 'শুখা ভাত খাবি না।'

বলরামপুরের তেঁতলোতে ১০০ জন তরতাজা যুবকের সভা, তারা সকলে এস ইউ সি আই করতে চায়। উৎসাহ নিয়ে রাত-দিন কাজ করে চলেছে।

জয়পুর কেন্দ্রে প্রার্থীর সভা — গ্রামের বয়স্করা কর্মীদের ডেকে নিয়ে গেলেন বাড়িতে, আদর করে খাওয়ালেন, বাড়ির সব্জি তুলে কর্মীদের খাওয়ার জন্য দিলেন, বললেন, 'ফরোয়ার্ড ব্লক করেছি সারাজীবন, এরা নেতাজিকে মানে না, তোমরা মানো, তোমাদের বই পড়েছি। ছেলেরা মিটিং করছে, আমাদের আশীর্বাদ আছে, ভাল করে সংগঠন করো, ছেলেরা যাতে ভালো করে কাজ করে আমরা দেখব।'

আড়শার কুদাগাড়াতে সভা — এক প্রবীণ ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা এই দলকে ভালবাসি, মঙ্গল চাই, কিন্তু আমরা সংসারী লোক আমাদের হাত-পা বাঁধা। ছেলেপিলেদের বলছি, শুধু ভোট নয়, তোরা এই দলের ভাল কর্মী হ, গ্রামে গ্রামে ঘোর। তোদের লোকে কত ভালবাসে জানিস ?'

ঝালদা — ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমান্ত এলাকা। সেখানে এস ইউ সি আই কর্মীরা পৌঁছে গেছে। প্রার্থীর সভা, মহিলারাও সভাতে উপস্থিত। বলছে, 'এ দলটা লড়াই করে, মার খায়, এদের ভোটটা দেওয়া দরকার। হারুক, জিতুক এদের এবার ভোট দেব।'

পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রামে প্রার্থীর সভা চলতে চলতে কারা যেন আলো নিভিয়ে দিল। শ্রোতারা ক্ষুব্ধ — 'কে, কে এটা করল ?' এক বৃদ্ধ বললেন, 'জ্বলন, জ্বলন ! ইয়াদের লেখা হয়েছে চাঁড়ে, ইয়াতেই জ্বলন ! ফরোয়ার্ড ব্লক দাঁড়াইছে, সিপিএম বলছে ভোট নাই দিব, বিমান বাবুকে ছুটে আইসতে হল, সমস্যা মিটল নাই। তৃণমূল না বিজেপি কে দাঁড়াইবেক ফাইনেলই আর হৈল না। আর ইয়াদের পট করে ৩০টা নাম বলে দিল, আর কর্মীরা নামগুলান লিখতে শুরু করে দিল। জ্বলন করলেও চলবে না বাপু।'

পুরুলিয়া শহরের এক বুদ্ধিজীবী বললেন, 'আপনারা অনেক এগিয়ে, ভাল করে খাটুন।'

রোদের তাপ বাড়ছে, কর্মীদেরও কাজের গতি বাড়ছে। সময় নেই, ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা।

নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্য দিয়েও গণআন্দোলনের জমি তৈরি করা আমাদের লক্ষ্য

২৪ এপ্রিলের সভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

'ভোটে আমরা নামি মানুষকে একথা বোঝাবার জন্য যে, গণআন্দোলনকে আটকাবার জন্যই, বিপ্লবকে আটকাবার জন্যই এই ভোটব্যবস্থা। আমরা মানুষকে পরিষ্কার বলি, এই ভোটব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে বন্ধ করা যায় না, তার জন্য পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব দরকার, সে পথে এগোবার জন্য আজ দরকার গণআন্দোলন।' ২৪ এপ্রিল কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের জনসভায় একথাগুলি বলেন সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী।

এবার ২৪ এপ্রিল, এস ইউ সি আই-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের কোনও রাজ্যেই কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়নি। লোকসভা নির্বাচন থাকায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল রাজ্যে জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতা জেলার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। বিকাল ৫টার মধ্যেই হল সম্পূর্ণ ভরে যায়, হলের মেঝেতেও শ্রোতারা বসে পড়েন। তবুও অনেকেই হলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি।

২৪ এপ্রিলের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম দিক থেকে) কমরেডস্ অনিল সেন, সুকোমল দশগুপ্ত, কালিকা মুখার্জী ও প্রভাস ঘোষ।

এদিন সকালে কেন্দ্রীয় অফিসে দলের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। রাজ্যের সর্বত্র দলীয় অফিসে এদিন পতাকা উত্তোলন ও কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

বিকালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ও কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমরেডস্ অনিল সেন, সুকোমল দাশগুপ্ত ও প্রভাস ঘোষ। '২৪ এপ্রিল' ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত দুটি সঙ্গীত পরিবেশনের পর প্রধান বক্তা মানিক মুখার্জী বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, আজ এই সভায় উপস্থিত অনেকেই দলের হয়ে নির্বাচনে কাজ করছেন, দলের বক্তব্য নিয়ে জনসাধারণের কাছে যাচ্ছেন। আপনাদের অভিজ্ঞতাও বলছে, দেশের অবস্থা নিয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রই ব্যথিত, উদ্বিগ্ন। নির্বাচনে যা ঘটছে, তাতে একে আর রাজনৈতিক সংগ্রাম বলা যায় না। ব্যক্তিগত কুৎসা, ধর্ম আর জাতপাতে উস্কানি দেওয়া, এসব নিয়েই নির্বাচন, যা গোটা পরিবেশকে দূষিত করে দিচ্ছে।

বিজেপি ও তাদের এন ডি এ জোট জনগণের কয়েক'শ কোটি টাকা খরচ করে 'সুখী ভাব' আর 'উজ্জ্বল ভারতে'র সর্বৈব মিথ্যা প্রচার চালাল। দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষের প্রতি ব্যঙ্গ ছাড়া এই প্রচারকে অন্য কিছুই বলা যায় না। লক্ষ্ণৌতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্রে শাড়ি বিলি করার ঘটনায় কী ট্র্যাজেডি ঘটে গেল ! গরিব মহিলারা ৪০ টাকা দামের একটা শাড়ির জন্য পদপিষ্ট হয়ে জীবন হারালেন। এই তো 'উজ্জ্বল ভারতে'র ছবি ! প্রচারের মধ্য দিয়ে বিজেপি দেখাতে চেয়েছে, তাদের শাসনে দেশের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস দাবি করছে, উন্নয়ন বিজেপির ৫ বছরের শাসনে হয়নি, কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের ফলেই হয়েছে। বিজেপি ও কংগ্রেস — এই দুটি পুঁজিপতিশ্রেণীর দলই এখন 'আমি উন্নয়ন করেছি' বলে হাঁকাহাঁকি করছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু কোনও উন্নয়ন খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা দেখছেন, ঘরে ঘরে বেকার, কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অফিসে অফিসে 'স্বেচ্ছাবসরের' আতঙ্ক। বিশাল সংখ্যায় গ্রামীণ মজুর কাজের আশায় শহরের ফুটপাতে বাস করছে, প্রতিদিন ভোরে রেল স্টেশন ধরে হাজার হাজার মহিলা কোলের শিশুকে, পুত্রকন্যাকে ঘরে ফেলে রেখে শহরে আসছে পরিচারিকার কাজ করতে, এমনকি মা-বোনেরা দলে দলে দেহ ব্যবসায়ে নামতে বাধ্য হচ্ছে দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য। এই তো সুখী ভারতের চেহারা !

তবে স্বাধীনতার পর কোন উন্নয়ন হয়নি, একথা ঠিক নয়। উন্নয়ন হয়েছে, কংগ্রেস করেছে, বিজেপি করেছে। কিন্তু কার জন্য ? দেশের ১০০ কোটি সাধারণ মানুষের জন্য নয়, মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুঁজির মালিক, ধনী, উচ্চবিত্তের জন্য। এ ব্যাপারে বিজেপি ও কংগ্রেসের নীতির মধ্যে কোনও ফারাক নেই। অথচ পুঁজিপতিশ্রেণীর এই দুই প্রধান দলকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করতে হলে দুয়ের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য দেখানো দরকার। তাই আওয়াজ তোলা হয়েছে, এবারের নির্বাচন হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই। এই হচ্ছে পার্থক্য। কে ধর্মনিরপেক্ষ ? সিপিএম আওয়াজ তুলল, কংগ্রেস হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি। একথা বলে বিজেপির পাল্টা কংগ্রেসকে মুখ্য করে যে জোট খাড়া করা হল, তার প্রধান রূপকার হচ্ছে সিপিএম। কিন্তু কংগ্রেস কি সত্যই ধর্মনিরপেক্ষ ? স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ থেকেই কংগ্রেস ধর্মের সাথে আপস করে এসেছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি — এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ওপর যে দ্বিজাতিতত্ত্ব খাড়া করে দেশ ভাগ করা হয়েছিল, কংগ্রেস সেই তত্ত্ব সমর্থন করেছে। অবিভক্ত সিপিআই-ও করেছে। স্বাধীন ভারতে অসংখ্য দাঙ্গার পিছনে কংগ্রেসের হাত কাজ করেছে।

গত ডিসেম্বর মাসে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসও 'হিন্দুত্ব' করেছে। যে মন্দির ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপি দেশে চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করতে সফল হল, তাতে ইন্ধন দিয়েছে কংগ্রেস বাবরি মসজিদের বন্ধ তালা খুলে দিয়ে। ফলে কংগ্রেস কোনদিনই 'সেক্যুলার' ছিল না, আজও নেই। যে সিপিএম এখন কংগ্রেসকে সেক্যুলার বলছে, সেই সিপিএম রাজীব গান্ধী অযোধ্যা মন্দিরের শিলান্যাস করার পর বলেছিল, রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস বিজেপির চেয়েও বেশি সাম্প্রদায়িক। আজ সিপিএম সেই কংগ্রেসের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে কেন্দ্রের সরকারের ভাগ পেতে চায়।

তিনি বলেন, একই লক্ষ্য থেকে একদা সিপিএম কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলে বিজেপির হাত ধরেছিল। এভাবেই সিপিএম 'বামপন্থা' ও 'মার্কসবাদে'র বুলি আওড়ে পুঁজিপতিদের সেবা করে চলেছে। আর, এটা করতে গিয়ে সিপিএম-এর সুবিধাবাদী রাজনীতি নগ্ন হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড রণজিৎ ধর।

তিনি বলেন, বিজেপি ও কংগ্রেসকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে পুঁজিপতিশ্রেণী এদেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। দুটোই পুঁজিপতিশ্রেণীর দল। এদের মধ্যে যে দলই সরকারে যাক, আসল ক্ষমতা থাকবে পুঁজিপতিশ্রেণীরই হাতে।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আজকের দিনে দেশে দেশে এই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদ কায়েম করার চেষ্টা চলছে। মানুষকে এই দুই পার্টির মধ্যে আটকে দাও, বাইরে কোনও তৃতীয় শক্তির কথা তারা ভাববে না। অর্থ, পেশীশক্তি ও প্রচার দিয়ে বুর্জোয়ারা এই দুটি দলকেই সামনে এনে,

২৪ এপ্রিল জনাকীর্ণ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এর একাংশ

জনগণের যেটা সত্যিকারের বিকল্প সেই গণআন্দোলন, বিপ্লবকে মানুষের দৃষ্টি ও ভাবনা থেকে মুছে দিতে চায়। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ঝাণ্ডার রঙে তফাৎ যাই থাক, রাজনীতিতে আসল পক্ষ দুটো — পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষ ও বিপ্লবের পক্ষ।

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, বারবার

সাতের পাতায় দেখুন

অন্যান্য রাজ্যেও গণআন্দোলনের ঝান্ডা নিয়েই নির্বাচন লড়ছে এস ইউ সি আই

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ণাটক

''নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে আন্দোলনকারী হিসাবে পরিচিত এস ইউ সি আইকে দেখা গেল ভোট প্রার্থীর ভূমিকায়। তারা বলছে, কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা দিই না, তবে জনগণের যে কোন সমস্যায় আমরা আপনাদের পাশে থাকব।'' — লিখেছে বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা ডেকান হেরাল্ড। বাঙ্গালোর উত্তর কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থীর প্রচার দেখেই সাংবাদিক ঐ রিপোর্টটি করেছেন।

কর্ণাটকের প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতি দলত্যাগ, চিত্রতারকাদের এদল-ওদলে যোগদান, আর নির্বাচনী টিকিট পাওয়ার জন্য 'অনুগত' ও 'বিক্ষুব্ধ'দের লড়ালড়িতে সরগরম। নতুন পার্টি গজাচ্ছে, পুরনো পার্টি খতম হচ্ছে, এ ওর সঙ্গে মিলছে, সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, শেষপর্যন্ত কে কোন্ পার্টির লোক এবং কার সঙ্গে কার আঁতাত এটা বোঝার জন্য।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার নেতৃত্বাধীন জনতা দল(এস) সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ, অথচ রাজ্য স্তরে তারা বিজেপি এবং কংগ্রেসের সাথে সমদূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। কংগ্রেস বলছে, তারা রাজ্য স্তরে একাই চলবে।

বিজেপি ২২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টির বেশি আসন কোনদিনই পায়নি। এবার ক্ষমতায় আসার জন্য তারা আকাশ-পাতাল তোলপাড় করছে এবং বিভিন্ন পার্টিতে ব্যাপক দলত্যাগ ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গারাপ্পাকে দলে নিয়েছে — যাঁকে তারা বলেছিল, দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ছেলে, চিত্রতারকা এবং এস এম কৃষ্ণ মন্ত্রীসভার সদস্য কুমার বঙ্গারাপ্পাকে মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য তারা ক্রমাগত প্রলুব্ধ করে যাচ্ছে।

বিগত বিধানসভায় সি পি আই এবং সি পি এমের কোন এম এল এ ছিল না। এখন তারা জনতা দল (এস)-এর সঙ্গে আসন নিয়ে দর-কষাকষি করছে। ওদিকে দলিত সংঘর্ষ সমিতি এবং রায়ত সংঘের সঙ্গেও আঁতাতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান দলগুলি প্রতিদিন নবাগতদের প্রচার মাধ্যমে এবং নানা কর্মসূচিতে যত সামনে আনছে, ততই পুরনো 'অনুগত' নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। বিজেপির গুলবর্গা জেলা সভাপতি এবং বিধায়ক এস কে নামোশি প্রাক্তন সাংসদ, কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিলের শ্যালক জাওয়ালিকে এম পি আসনে মনোনয়ন দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ বাসবরাজ পাতিল সেদাম। বিজেপির এই প্রকাশ্য ঝগড়া-বিবাদ-হাতাহাতি চলছে গোটা রাজ্য জুড়ে এবং তা চলছে জনতা দল (এস) ও কংগ্রেসের অন্দর মহলেও।

এছাড়া কানাড়া নাড়ু পার্টি, জনতা পার্টি, আর্স সংযুক্ত পার্টি, জনতা দল (ইউ) এবং অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ জনতা দল প্রভৃতি ছোটখাট দলগুলিও এই সংকীর্ণ দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। উল্লেখ্য যে, কর্ণাটকে এবার লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যটিতে এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্র, শ্রমিক ও চাষীদের নানা দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গণআন্দোলন সংগঠিত করে আসছে। এই পথেই এস ইউ সি আই এই রাজ্যে নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে লড়াকু বামপন্থী দলরূপে জনমনে স্থান করে নিয়েছে, যারই প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল ডেকান হেরাল্ড পত্রিকার সাংবাদিকের মন্তব্যে। বামপন্থী গণআন্দোলনের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতেই এস ইউ সি আই, গুলবর্গা (প্রার্থী কমরেড ভগবান রেড্ডি) , বেলারি (কমরেড কে সোমশেখর), বাঙ্গালোর দক্ষিণ (কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ), বাঙ্গালোর উত্তর (কমরেড কে উমা) এই চারটি লোকসভা কেন্দ্রে এবং গুলবর্গা, শাহ্বাদ, বেলারি, রাইচুর, মহীশূর, মালেশ্বরম, রাজাজিনগর, বাসবনগুড়ি ও বিন্নিপেট এই নয়টি বিধানসভা আসনে যথাক্রমে কমরেডস ভি নাগাম্মল, এইচ ভি দিবাকর, এম এন মঞ্জুলা, টি এস সুনীত কুমার, এম শশিধর, এইচ জি জয়লক্ষ্মী, বি এস প্রতিভা কুমারী, ভি এন রাজশেখর এবং এম এন শ্রীরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কেরালা

কেরালা রাজ্যে এস ইউ সি আই তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপ্পুজা, মাভেলিক্কারা, কোট্টায়াম, কালিকট এই ৬টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন কমরেডস্ বি কে রাজাগোপাল, শৈলা কে জোহন, পার্থসারথি ভার্মা, এস রাধামণি, মিনি কে ফিলিপ এবং ডাঃ ডি সুরেন্দ্রনাথ। এ রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ এবং সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন এল ডি এফকে প্রধান নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। রয়েছে বিজেপিও। সি পি আই (এম) প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের সঙ্গে যে নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তুলেছে তা এ রাজ্যের বামপন্থী মানুষেরা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। বিভিন্ন এন জি ও'র মাধ্যমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের টাকা গ্রহণ করা নিয়ে দলের মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে। পলিটব্যুরোর দুই সদস্য অচ্যুতানন্দন এবং বালাচন্দ্রন রাজ্য নেতৃত্বকে ''শোধনবাদী'' আখ্যা দিয়েছেন। আলেপ্পি কেন্দ্রে সি পি আই (এম) ল্যাটিন ক্যাথলিক যুব সংগঠনের সভাপতিকে প্রার্থী করেছে। এ নিয়ে দলের মধ্যে এবং বামজোটে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রার্থী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁকে কংগ্রেস আগে প্রার্থী করতে চাইলে তিনি তাদেরই প্রার্থী হতেন। ফলে এই বামশিবির সম্পর্কে কেরালার বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ হতাশ। অন্যদিকে কংগ্রেস বিশ্বায়নের নীতিগুলি কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে জনজীবনে সঙ্কট তীব্রতর করেছে। শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন ফেটে পড়ছে। স্বৈরাচারী কায়দায় এসব ধ্বংস করতে ছাত্রদের সংগঠিত হওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। শ্রম আইন সংশোধনের নামে অ্যান্টনি সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার হরণ করছে। বেকারি-ছাঁটাই-মূল্যবৃদ্ধি ভয়াবহ। এসবের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দীর্ঘকাল লড়াই করে আসছে। প্রাইমারি শিক্ষা ধ্বংস করার নীলনক্সা ডি পি ই পি'র বিরুদ্ধে 'জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি' গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলন ভূলুণ্ঠিত বামপন্থার মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে সংগ্রামী বামপন্থী ধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের নীতি কার্যকরী করে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে নগ্নভাবে ব্যবহার করে, পুলিশী দমন- পীড়নে শ্রমিক-কর্মচারী সমিতিগুলিকে নতজানু হতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে শুধু ভারতের বুর্জোয়াদের কাছেই নন, বিশ্বপুঁজিবাদের কাছেও প্রিয়পাত্র হয়েছেন।

তামিলনাড়ু সরকার বিশ্বায়নের নীতি এবং বিশ্বপুঁজিবাদের বিভিন্ন সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ-এর নির্দেশিকাগুলি অবাধে মেনে চলছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা প্রভৃতি জনজীবনের এমন কোন অংশ বাকি নেই যারা বিশ্বায়নের ভয়াবহ কুফলে ভুগছে না। বাসের ভাড়াবৃদ্ধি, দুধের দামবৃদ্ধি, বিদ্যুতের চার্জবৃদ্ধি, রেশনে মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিশাল সংখ্যক গরিব মানুষদের রেশনিং-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

পরিবহন কর্মীরা বোনাসের দাবিতে যখন ধর্মঘট করেছিলেন জয়ললিতা এসমা-র (ESMA) অনুরূপ কালাকানুন টেসমা (TESMA) প্রয়োগ করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের কারারুদ্ধ করে। গত বছর সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকেরা যখন ধর্মঘটে সামিল হন তখনও টেসমা-র সংশোধনী এনে এক কলমের খোঁচায় ৩ লাখ কর্মচারীকে বরখাস্ত করে। পরে তাদের অনেককেই সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে পুনর্বহাল করতে হয়, যদিও তিনি তা না করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন।

এই আন্দোলনগুলিতে বিরোধী দল এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকাও দুঃখজনক। পরিবহনকর্মীদের এবং সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা আন্দোলনকে ঘিরে ভীতি এবং হতাশার জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারও শিক্ষার সামগ্রিক বাণিজ্যিকীকরণ শুরু করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্ত স্তরে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন চালু হয়, লাখ লাখ গরিব ছাত্র শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হরণ করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন এবং পুলিশ এই আন্দোলনকে হিংস্রতার সাথে দমন করে।

ক্ষমতায় এসেই জয়ললিতা বিজেপির সান্নিধ্য লাভের জন্য ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ বিল ২০০২ নিয়ে আসেন। এটা সকলেরই জানা যে, তামিলনাড়ুতে বিজেপির কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৯১ সাল থেকে জয়ললিতা তামিলনাড়ুতে বিজেপিকে পা রাখার জায়গা করে দেয়।

১৯৯১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জয়ললিতা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে হাতিয়ার করতে রাজ্যের মন্দিরগুলি সংস্কার করার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মন্দিরের পুরোহিত তৈরির জন্য যুবকদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে তিনি বৈদিক কলেজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটি বিল আনার চেষ্টা করেন, যদিও তা চাপে পড়ে প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৯২ সালের ২৩ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিলের সভায় অযোধ্যায় করসেবাকে সমর্থন করেন। আর এস এস যখন নিষিদ্ধ তখন তিনিই কোয়েম্বাটোরে আর এস এস-এর দক্ষিণীয় শাখা 'হিন্দু মুন্নানি'কে রাজ্য কনভেনশন করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

তিনিই দলীয় কর্মীদের দিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের সমর্থনে ২০ লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করান এবং বিজেপিকে চেন্নাইতে জাতীয় সচেতনা সভা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, সেখানে বক্তা ছিলেন এল কে আদবানি। গুজরাটে গণহত্যার পরও জয়ললিতা নরেন্দ্র মোদির নিন্দা করতে অস্বীকার করেন।

এ আই এ ডি এম কে'র নেত্রী জয়ললিতা এভাবে প্রকাশ্যে 'হিন্দুত্ব'র ধ্বজা উড়িয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাথে মিত্রতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে, আসলে বিজেপি জোটের শরিক ডি এম কে-কে রাজ্য রাজনীতিতে কোণঠাসা করারই চেষ্টা করেছেন। বিজেপি-ও ক্রমেই এ ডি এম কে'র দিকে বেশি ঝুঁকেছে। এটা টের পেয়েই এবার নির্বাচনের আগে করুণানিধির ডি এম কে হঠাৎ বিজেপি-র জোট ত্যাগ করে কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধেছে। এবং যথারীতি কংগ্রেসের ভাষায় ডি এম কে এখন ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি। শুধু কংগ্রেস নয়, সি পি আই-সি পি এম দলের ভূমিকাও আলাদা কিছু নয়। কিছুকাল আগেও জয়ললিতার সাথেই বন্ধুত্ব ছিল সি পি এমের। কিন্তু এরা যখন দেখল যে, তাদের গুরুত্ব দিতে জয়ললিতা রাজি নয়, তখন তারা দূরত্ব বাড়াল এবং এবার ভোটের ঘণ্টা বাজতেই একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে ডি এম কে, এম ডি এম কে, পি এম কে — যারা এই সেদিন পর্যন্ত বিজেপি জোটের শরিক ছিল, তাদের সাথে নির্বাচনী বোঝাপড়া করে ফেলল। অর্থাৎ এ হচ্ছে বামপন্থী নাম নিয়ে সেই একই সুবিধাবাদী রাজনীতি — যা তারা সব রাজ্যে অনুসরণ করছে।

এই অবস্থায় এস ইউ সি আই এককভাবেই নির্বাচনী লড়াইয়ে বিকল্প সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে চেন্নাই সেন্ট্রাল (প্রার্থী কমরেড এন কুমারেশ) ও পেরিয়াকুলাম কেন্দ্রে (কমরেড ভেনুগোপাল) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

২৮ এপ্রিল কুলতলি বন্‌ধ

একের পাতার পর

কর্মী কমরেড অজিত পালকে গত ১৭ এপ্রিল সিপিএম নেতারা একটি বাড়িতে পরিকল্পিতভাবে ডেকে নিয়ে যায় এবং ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। খবর পেয়ে এলাকার লোকজন সিপিএম নেতাদের কাছে গিয়ে খোঁজখবর করেও অজিত পালের কোনও সন্ধান পায়নি। ফলে, এই আশঙ্কা ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে যে, তাকে গুম করা হয়েছে।

পূর্বেকার নির্বাচনগুলির মতই এবারও বিভিন্ন বুথে কিভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সিপিএম বুথ দখলের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, বুথ ধরে ধরে তার বর্ণনা দিয়ে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এস কৃষ্ণমূর্তিকে ২ এপ্রিল এক চিঠি দেওয়া হয়, যার অনুলিপি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক আফজল আমানুল্লাকেও দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের খুন-গুমের রাজনীতির প্রতিবাদে ২৮ এপ্রিল এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে কুলতলিতে সর্বাত্মক বন্‌ধ পালিত হয়েছে।

মৃত্যুর মূল্যেও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে ওরা বদ্ধপরিকর

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ভেকধারী জর্জ বুশ যখন হোয়াইট হাউসে বসে পৃথিবীকে 'ভালোর পথে পরিবর্তনের' মহান লক্ষ্যের কথা বলে চলেছেন ও পেন্টাগন তাকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য আরও ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ সৈন্য ফের ইরাকে পাঠানোর পরিকল্পনা রচনায় রত, ইরাকে তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে আজ প্রতিটি ইরাকি মানুষ এমনকি মৃত্যুর মূল্যেও স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর।

গত সপ্তাহে তীব্র প্রতিরোধ-যুদ্ধ বাগদাদ, ফালুজা, রামাদি, কারবালা, কুফা, নাজাফ, কুট, মসুল ও নাসিরিয়ার সীমা ছাড়িয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট বড় আরও বহু শহরে যে, মার্কিন জোটসেনার কাছে সমস্ত ইরাকই আজ হয়ে উঠেছে এক মৃত্যুফাঁদ। প্রতিরোধ যত তীব্র হচ্ছে, ভীত সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনও হয়ে উঠছে তত হিংস্র, আর তার মুখে অসহায়ের মত প্রাণ যাচ্ছে শিশু-বৃদ্ধ- মহিলা নির্বিশেষে শত শত নিরীহ ইরাকির। শুধুমাত্র ফালুজাতে গত সপ্তাহে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০০। তার মধ্যে শিশু বৃদ্ধ মহিলার সংখ্যাই বেশি।

সত্যি বলতে, সরকারিভাবে যুদ্ধ শেষ ঘোষণা হওয়ার পর এখনই মার্কিন জোটবাহিনীকে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। এপ্রিল মাসের প্রথম ১৩ দিনের মধ্যেই মার্কিন পক্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্ততপক্ষে ৮২ জন ও আহতের সংখ্যা ৫৬০ জন (দ্য সান, ইউ কে ১৪-৪-০৪)। কিন্তু এটাই সব নয়, প্রখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক ও প্যাট্রিক ককবার্ণ জানাচ্ছেন যে, বিদেশি ভাড়াটে নিরাপত্তারক্ষী — যাদের আমেরিকা, ইউরোপ ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিয়োগ করা হয়েছে আমেরিকান কোম্পানিগুলির নিরাপত্তার জন্য — তাদের মধ্যে গত ৮ দিনের প্রতিরোধ যুদ্ধে অন্তত ৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু এই ক্ষয়ক্ষতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (দ্য স্টার, ১৩-৪-০৪)

মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টা ছিল ইরাকি জনগণের মধ্যে গোষ্ঠীগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে ফাঁসিয়ে দেওয়া। সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ছিল এর এক প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, যখন সুন্নিদের সাথে সাথে শিয়ারাও তীব্র প্রতিরোধে সামিল হয়েছে। মার্কিন সেনার হাতে যখন সুন্নিপ্রধান শহর ফালুজা অবরুদ্ধ, ঠিক তখনই দক্ষিণ ইরাকের বহু শহরে শিয়াদের অভ্যুত্থান ও অবরুদ্ধ ফালুজাবাসীদের কাছে ত্রাণসাহায্য প্রেরণ — প্রতিরোধী ইরাকী জনগণের ঐক্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। গত ৯ এপ্রিল বাগদাদে প্রায় দু লাখ মানুষের মিছিল — যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল শিয়াগোষ্ঠীর, শহরের সবচেয়ে বড় সুন্নি মসজিদে সমবেত হয়। মিলিত কণ্ঠে ঘোষিত হয় — মার্কিন দখলদারীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও অবরুদ্ধ ফালুজাবাসীদের প্রতি সংহতি। বাগদাদ থেকে সাংবাদিক নাওমি ক্লাইন ইরাকিদের মধ্যে এই অভূতপূর্ব ঐক্যের আরেক নিদর্শন তুলে ধরেছেন। ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সদর সিটির মসজিদের সামনে ফালুজায় আহত সুন্নিগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য রক্তদানের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার শিয়াগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ লাইন দেয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শিয়া নেতা মোক্তাদা আল সদর বলেছেন, ''এমনকি আমার মৃত্যুতেও যেন স্বাধীনতা যুদ্ধ বন্ধ না হয়।'' এইভাবেই এক সর্বজনীন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে সামিল হয়ে শিয়া ও সুন্নিরা তাদের হাজার বছরের বিরোধ ভুলে আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। জনৈক ইরাকির কথায় ''আমাদের পল ব্রেমারকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। কারণ তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন।'' (লস এঞ্জেলস টাইমস্ ৯-৪-০৪)

মার্কিন সামরিক যান ধ্বংস করতে পেরে ইরাকি যুবকদের উল্লাস

অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভীত সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদের দিশাহারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না কেউই। মার্কিনী বন্দুকের নিশানা আজ আহতদের বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সও। মার্কিন সেনাধিকারীরা যতই অস্বীকার করুন, বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্সচালক মার্কিন স্নাইপারদের নিশানা হয়ে আজ হতাহত। এঁদেরই একজন হলেন রাদ দায়ের থাওরা হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সচালক। তাঁকে লক্ষ্য করে ১২টি গুলি চালানো হয়, যার মধ্যে একটি বিদ্ধ হয় তাঁর পেটে। ফালুজায় ঘোষিত যুদ্ধবিরতির মধ্যেও মার্কিন স্নাইপাররা যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। পথে বেরোন যে কোনও লোকই তাদের লক্ষ্য।

কিন্তু প্রতিরোধও আজ সংঘবদ্ধ। বুশ প্রশাসন যতই দেখাতে চান যে এ কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু সাদ্দাম অনুগামী, সন্ত্রাসবাদী ও জেহাদিদের লড়াই, যার সাথে সাধারণ ইরাকি জনসাধারণের কোনও যোগ নেই ; একথা আজ জলের মতই পরিষ্কার যে এই দখলদার-বিরোধী লড়াই-এ সামিল আপামর ইরাকি জনসাধারণ। তাই ১১-১২ বছরের বালককে দেখা যাচ্ছে কালাশনিকভ রাইফেল হাতে প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হতে। এমনকি আমেরিকার দ্বারা নতুন গড়ে তোলা ইরাকি পুলিশও অস্বীকার করছে আমেরিকার হয়ে লড়তে। মেজর জেনারেল পল ইটন জানিয়েছেন যে ৫ এপ্রিল ৬২০ জনের একটি ইরাকি ইউনিট ফালুজায় যেতে ও স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হতে অস্বীকার করে। (ওয়াশিংটন পোস্ট, ১১-৪-০৪)। অপরদিকে বাগদাদ থেকে দক্ষিণ ইরাকে যাবার পথে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়ে মার্কিন কনভয়ের গতিরোধের সফল প্রচেষ্টা বিদ্রোহীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ ও সংহতির প্রমাণ দেয়, যা ভবিষ্যতের আরও সংগঠিত প্রতিরোধের ইঙ্গিতবাহী।

ইরাক যেভাবে মার্কিনবাহিনীর বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে তাতে বারবারই ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন বিশেষবাহিনীর এক কর্নেল ভিয়েতনামের বেন ত্রে শহরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন, ''শহরটিকে ধ্বংস করা ছাড়া শহরবাসীদের (ভিয়েতকং গেরিলাদের হাত থেকে) রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই।'' ভিয়েতনামে মার্কিনবাহিনী নিজেদের ''রক্ষাকর্তা'' বলত, ইরাকেও তারা নিজেদের তাই বলছে। আজ ইরাকের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম ঘাঁটি ফালুজা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ইরাকি স্বাধীনতাযোদ্ধাদের, মার্কিন পরিভাষায় ''সন্ত্রাসবাদীদের'' হাত থেকে ফালুজাকে ''রক্ষা'' করতে হলে, সমস্ত বাসিন্দা সহ গোটা শহরটাকেই ধ্বংস করতে হবে। বর্বর নৃশংসতায় আজ তাতেই উদ্যোগী মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটসেনা, আর মৃত্যুর মূল্যে স্বাধীনতা ও জীবনের দাবি রক্ষায় তৈরি অবরুদ্ধ ফালুজা।

ইরাকে প্রতিদিনের লড়াই

১৭ এপ্রিল ঃ সন্ধ্যার সময় একটি মার্কিন সেনা কনভয় দক্ষিণ ইরাকের দিওয়ানা শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় গেরিলাযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে সেনা কনভয়ে থাকা প্রথম মার্কিন সাঁজোয়া ডিভিশানের তিন জওয়ান নিহত হয়েছে।

বাগদাদ শহরের রাস্তায় পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে অপর একটি সেনা কনভয়ে থাকা একজন মার্কিন সেনা মারা গেছে।

পশ্চিম ইরাকের ফালুজা শহরে গেরিলাযোদ্ধাদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে চার মার্কিন মেরিন সেনা নিহত হয়েছে।

উত্তর বাগদাদে রাস্তার ধারে পেতে রাখা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরণে একটি মার্কিন আব্রাহাম ট্যাঙ্ক উল্টে যায়, এতে ট্যাঙ্ক-এর একজন আরোহী নিহত এবং অপর দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

গত ১ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় ১০১ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। (হিন্দু ১৮-৪-০৪)

১৮ এপ্রিল ঃ ইরাক জুড়ে গেরিলা আক্রমণে ৯ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। উত্তর ইরাকের তিকরিত শহরে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরণে চার জন ব্রিটিশ সেনা মারা গেছে।

দক্ষিণ ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতে গেরিলারা রকেট চালিত গ্রেনেড আক্রমণ চালালে ঘাঁটিটির দুই ইরাকি নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ১৯-৪-০৪)

১৯ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ইরাকের কুপা শহরে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাদের চার ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালীন শহরের রাস্তায় ব্রিটিশ সেনার ৪টি সাঁজোয়া গাড়ি ও ২টি ট্যাঙ্ক দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা গেছে। উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা অনেক।

কুট শহরে মেহেদি সেনারা মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি তেলের কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৪টি তেলের ট্যাঙ্কার ধ্বংস করেছে।

গেরিলাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ফালুজা শহর পুনর্দখলের মতলব নিয়ে একটি বড় রকমের মার্কিন সেনা কনভয় ফালুজা শহরের দিকে রওনা হয়েছিল। পথে পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে কনভয়ের ৩টি সাঁজোয়া গাড়ি ও ১টি আব্রাহাম ট্যাঙ্ক সহ বেশ কিছু ভারী যান দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে ৫ সেনা মারা যায়, ১০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (হিন্দু ২০-৪-০৪)

২০ এপ্রিল ঃ বাগদাদের পশ্চিমে আল ঘারেইবে একটি কারাগারের উপর এক মর্টার আক্রমণে ২১ জন বন্দী ও ১০ জন জেলরক্ষী নিহত হয়েছে এবং শতাধিক মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষরা জানিয়েছে, বন্দীদের মুক্ত করার জন্যই এই জেলখানার উপর গেরিলারা মর্টার আক্রমণ চালিয়েছে। এ আক্রমণে জেলরক্ষী ও কর্মচারীরাই বেশি মারা গেছে। বন্দীদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মর্টার আক্রমণের দরুণ কারাগারের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে তিনশ'র বেশি বন্দী পালিয়েছে, এদের বেশিরভাগই গেরিলাযোদ্ধাদের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য, বিনাবিচারে এদের এখানে আটক রাখা হয়েছিল। (ডেকান হেরাল্ড, ২১-৪-০৪)

২১ এপ্রিল ঃ আজ সকালে দক্ষিণ ইরাকের শিয়া অধ্যুষিত বসরা শহরে চারটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৭০ জন নিহত এবং ২০০ জন আহত হয়েছে। তিনটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুথ ফেরত ভোট সমীক্ষা

একের পাতার পর

ভোট পড়ছে না, যার মধ্যে আবার ভেজালের পরিমাণই বেশি। অর্থাৎ, জাল ভোট, ছাপ্পা ভোটের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে। এসব কারণে বীতশ্রদ্ধ ভোটারদের মধ্যে এমন দাবিও উঠছে যে, ভোটযন্ত্রে 'কাউকেই পছন্দ নয়' এমন মতামত দেওয়ার বোতাম রাখতে হবে। ফলে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া একনায়ক রাষ্ট্রের ক্রুর মুখটির উপর সংসদীয় গণতন্ত্রের যে মনোহর মুখোসটা পরানো আছে তাকে ধরে রাখাই বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ছে। তাই নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই বুর্জোয়ারা নানা কায়দায় জনসাধারণের মধ্যে ভোট সম্পর্কে একটা কৃত্রিম আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টা করে। ভোটের অনেক আগে থেকেই বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলি এ সম্পর্কে তৎপর হয়ে ওঠে। বুথফেরত সমীক্ষা এ-কাজে তাদের হাতে বেশ ধারালো হাতিয়ার।

বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টারি ধাঁচাটা ধরে রাখার জন্য চায়, জনসাধারণের মধ্যে ভোট সম্পর্কে মোহ যেন কোনমতেই নষ্ট না হয়, কিন্তু জনসাধারণ কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন ও সচেতনভাবে রাজনীতি বিচার করে ভোট দিন — এটা তারা একেবারেই চায় না। কারণ, তারা জানে জনসাধারণের মধ্যে যদি রাজনীতি বিচারের মানসিকতা গড়ে ওঠে ও চর্চা বাড়তে থাকে, তাহলে একদিন না একদিন তাদের চালাকি ধরা পড়ে যাবে। ক্ষমতার দাবিদার সংসদীয় দলগুলির মধ্যে যে নীতিগত কোন পার্থক্য নেই, সকলেই যে মালিকশ্রেণীর সেবক — জনগণ তা ধরে ফেলবে। তাছাড়া বিপুল প্রচারের জৌলুসের তলায় চাপা দিয়ে রাখলেও, তা ভেদ করে প্রকৃত বামপন্থী, প্রকৃত গণআন্দোলনের শক্তি, প্রকৃত বিপ্লবী দলকে মানুষ চিনে নেবে। তাহলে ভোট রাজনীতির ভুলভুলাইয়াতে জনগণকে আটকে রাখা যাবে না। মানুষ আন্দোলনে নেমে পড়বে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাইবে।

তাই বুর্জোয়ারা চায় ভোট হোক, জনগণ তাতে অংশ নিক; কিন্তু তাদের দৃষ্টি বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। ভোট রাজনীতিতে এই কাজটাই করছে প্রচার মাধ্যম, রেডিও-টিভি-খবরের কাগজ। তারা নির্বাচনের দিন ঘোষণার বহু আগেই আসরে নেমে পড়ছে। কোন্ দলের নীতি সঠিক, কোন্ দল জনস্বার্থকে তুলে ধরছে, কোন্ দল আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে — এই মূল বিষয়টাকে শুধু গৌণ নয়. একে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে কে জিতবে-কে হারবে এই প্রশ্নকে ব্যাপক প্রচার দিয়ে তারা পুরো ভোটটাকেই বুর্জোয়াদেরই প্রধান দুই দল বা জোটের মধ্যে বাছাবাছির গণ্ডিতে আটকে দিচ্ছে। সাথে সাথে যখন যে দল বা জোটকে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমতায় আনতে চাইছে, প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা বা বুথ ফেরত সমীক্ষার মধ্য দিয়ে তার পক্ষে জনমনে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তুলছে।

বুথফেরত সমীক্ষা আরও একটা বড় কাজ বুর্জোয়াদের হয়ে করছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি-র ভোট বিশ্লেষণ, বুথফেরত সমীক্ষা আগাম ফলাফলের আভাস দিয়ে দিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছে যাতে কারচুপি করা ফলাফলও জনগণের কাছে সত্য ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

জনগণের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ যে পুঁজিবাদ, তাকে আড়াল করে তার উপর "জনগণের ইচ্ছায়" পরিচালিত সংসদীয় গণতন্ত্রের নামাবলী পরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পুঁজিপতিশ্রেণীর বহু উদ্দেশ্যসাধক হাতিয়ার প্রাক্‌ভোট ও বুথফেরত সমীক্ষা যে বুর্জোয়াদের প্রয়োজনে ও স্বার্থেই করা হচ্ছে, করানো হচ্ছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই নির্বাচন কমিশনও আইনি ক্ষমতার অভাবের বাহানা তুলে এ জিনিস বন্ধ করায় তাদের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছে। যদি সত্যিই নির্বাচনকে অবাধ এবং গণতান্ত্রিক করার ইচ্ছা তাদের থাকত তবে ক্ষমতার অভাব থাকলে প্রয়োজনে আইন বদল করার দাবি তারা তুলত, জনমত গড়ে তুলত, প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলত ও সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করত। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাও করেনি। হয়তো তারাও এটা চলতে দিতেই চায়।

শাড়ি বিতরণে মৃত্যু
মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ধিক্কার

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী ১৪ এপ্রিল এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে শাড়ি বিতরণে মর্মান্তিক মৃত্যুকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বলেন — লালজি ট্যাণ্ডনের জন্মদিন উপলক্ষে নির্বাচনের মুখে শাড়ি বিতরণের ঘোষণা করায় হাজার হাজার দরিদ্র মহিলা একটি শাড়ি পাবার আশায় সেখানে জড়ো হন। ধাক্কাধাক্কিতে বহু মহিলা এবং শিশু পদদলিত হয়ে মারা যায়। এই ঘটনার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নেই। বিজেপি সরকারের 'ভারত উদয়'-এর এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ! এইভাবে শত শত দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মৃতদেহের ওপর দিয়েই কি চলবে বিজেপির জয়রথ ? আমরা মহিলা তথা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

ঝাড়খণ্ডে ছাত্র-যুবদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গত ২৭-২৮ মার্চ ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র যৌথ উদ্যোগে শতাধিক ছাত্র-যুব'র ব্লকস্তরীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। রক্তপতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শিবিরের সূচনা করেন এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ও বোকারো জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড এস শর্মা। প্রতিনিধিদের উত্থাপিত প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা হয়।

এই ক্লাস থেকে ডি ওয়াই ও-র ব্লকস্তরীয় একটি কমিটি গঠিত হয়। হরিপদ মাহাতকে সভাপতি; সতীশ দাস, জীতু মাহাত, ললিত রাজোয়াড়কে সহসভাপতি; লক্ষ্মণ মাহাতকে সম্পাদক এবং রাখহরি মাহাতকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫১ জনের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। শিক্ষাশিবিরে ডি এস ও-ডি ওয়াই ও-র রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কমরেড মদন চ্যাটার্জী ও কুমুদ মাহাত উপস্থিত ছিলেন।

ইরাকে প্রতিদিনের লড়াই

পাঁচের পাতার পর

গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় শহরের তিনটি অঞ্চলে তিনটি থানার সামনে। চতুর্থ বিস্ফোরণটি ঘটানো হয় বসরার শহরতলি জুবেইর-এ পুলিশ একাডেমির সামনে। এই বিস্ফোরণের ঘণ্টাখানেক পরে এই স্থানেই আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। পঞ্চম বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা অঞ্চল কেঁপে ওঠে।

প্রথম বিস্ফোরণের ঘটনা যখন ঘটে সে সময় ঐ অঞ্চল দিয়ে দুটো স্কুলবাস যাচ্ছিল, বিস্ফোরণের ফলে এই দুটো স্কুলবাসে আগুন ধরে যায় এবং দুই স্কুলবাসের আরোহী ১০ জন স্কুল পড়ুয়া আগুনে পুড়ে মারা গেছে। এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার জন্য গেরিলাদের পক্ষ থেকে বসরার অধিবাসীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর একদল ব্রিটিশ সেনা সাঁজোয়া গাড়িতে চেপে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় মানুষ তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পাথরের আঘাতে তিনজন ব্রিটিশ সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

পশ্চিম ইরাকের ফালুজা শহরে স্থানীয় সময় সকাল ছটায় ৩৫ জনের একটি গেরিলা দল শহরের উপকণ্ঠে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে হঠাৎ আক্রমণ চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এই সংঘর্ষ ১২ ঘণ্টা ধরে চলে। মার্কিন সেনাদের এলোপাথাড়ি গুলিতে ১৬ জন ইরাকি নাগরিক নিহত হয়েছে। গেরিলাদের ছোঁড়া রকেট চালিত একটি গ্রেনেড ঘাঁটির ভেতরে একটি অস্ত্রের গুদামে এসে পড়ে। গুদামের ভেতরে রাখা বিস্ফোরকের বাক্সগুলিতে আগুন ধরে গেলে সেগুলি সশব্দে ফাটতে থাকে। বিস্ফোরণের ঘটনায় ৭ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (দি হিন্দু ২২-৪-০৪)

২২ এপ্রিল ঃ উত্তর ইরাকের বাকুবা শহরে গেরিলাযোদ্ধারা একটি মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। সেনা কনভয়টি জ্বালানী তেল ও খাদ্য সম্ভার নিয়ে ফালুজা অভিমুখে যাচ্ছিল। উল্লেখ্য যে, ইরাকি গেরিলারা ফালুজার আশেপাশে মার্কিন সেনাদের খাদ্য সরবরাহ লাইন কেটে দেওয়ায় ফালুজার উপকণ্ঠে মার্কিন সেনারা প্রচণ্ড খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। কনভয়ের উপর আক্রমণের দরুণ ২ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ৫ জন সেনা আহত হয়েছে। প্রচুর যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে ৭ জন গেরিলা নিহত হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ২৩-৪-০৪)

বাগদাদ শহরে মার্কিন সুরক্ষিত বলয় 'গ্রিন জোনে'র মধ্যে একটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। (হিন্দু ২৩-৪-০৪)

২৩ এপ্রিল ঃ শিয়া ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্থান কারবালা শহরে ধর্মগুরু মোকতাদা আল সদর-এর মেহেদি সেনারা মার্কিন জোট সেনাদের একটি কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে কনভয়টি নাজাফ শহরের দিকেই যাচ্ছিল। এই আক্রমণে জোট সেনাবাহিনীর বুলগেরীয় ইউনিটের ৫ সেনা নিহত এবং ১০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (দি টেলিগ্রাফ ২৪-৪-০৪)

বিভিন্ন দেশ ইরাক থেকে সেনা ফিরিয়ে আনতে চায়

সম্প্রতি ইরাকের গণপ্রতিরোধ এবং গেরিলাদের হাতে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পণবন্দি হবার ঘটনার পর বহু দেশই জোটবাহিনী থেকে তাদের সেনা তুলে নিতে উদ্যোগী হয়েছে। স্পেনই সর্বপ্রথম ইরাক থেকে সেনা সরিয়ে আনার কথা ঘোষণা করে। মার্কিন-ঘনিষ্ঠ পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী আজনারের দলকে বিপুল ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়ে জোসে লুইস রডরিগস জাপাটেরো ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা ইরাক থেকে তাঁদের সেনাদের সরিয়ে আনবেন এবং ক্ষমতায় বসে তিনি সেই নির্দেশই দিয়েছেন। জোটবাহিনীতে স্পেনের সেনা সংখ্যা হচ্ছে ৩ হাজার। স্পেনের পর পোল্যান্ডও ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে। জোটবাহিনীতে তারও সেনা ৩ হাজার। ইরাকে বিভিন্ন সংঘর্ষে শতাধিক পোলিশ সেনা হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। পোল জনগণ তাদের শাসকদের মার্কিন লেজুড়বৃত্তি মেনে নিতে চাইছে না। পোল্যান্ড জুড়ে সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে যে জোর আন্দোলন চলছে তারই চাপে সরকার সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে। স্পেনে নির্বাচনের দু'দিন আগে রেলস্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যুর জন্য স্পেনের জনগণ আজনার সরকারের ইরাকে সেনাপ্রেরণের সিদ্ধান্তকেই দায়ী করে এবং ভোটে আজনার পরাজিত হন।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার হন্ডুরাস, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র প্রমুখ দেশগুলিও ইরাক থেকে তাদের সেনা সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপর এক মার্কিন-ঘনিষ্ঠ দেশ ফিলিপাইনের প্রধানমন্ত্রী অ্যারোয়া ম্যাকাপাগল ইরাক থেকে সেনা সরিয়ে আনার কথা সে দেশের জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছেন। ইদানীং ফিলিপাইনে যে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ চলছে সেনা সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত তারই সাফল্য বলে অনেকে মনে করছেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার সংসদ নির্বাচনে ভোটে জিতে উরি পার্টি (মোট ২৯৯টি আসনের মধ্যে জয়ী ১৫২টিতে) এবং তার সহযোগী দল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (জয়ী ১৫টি আসনে) সরকারকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে নতুন করে ইরাকে সেনা পাঠানো যাবে না এবং সেখানে যারা রয়েছে তাদেরও ফেরত আনতে হবে। (হিন্দু ২০-২১ এপ্রিল এবং ডেকান হেরাল্ড ২২ ও ২৩ এপ্রিল)

গুজরাট গণহত্যা

ভোটের মুখে বাজপেয়ীর মায়াকান্না

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সম্প্রতি বিহারের কিষানগঞ্জে নির্বাচনী সভা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মুসলিম ভাইদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন হবে না। গুজরাটের দাঙ্গার তীব্র নিন্দা করে তিনি এও বলেছেন যে, গুজরাটে যা হয়েছে তা কখনই হওয়া উচিত ছিল না। ভবিষ্যতে যাতে আর কখনো গুজরাট দাঙ্গার মতো ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে।

স্বভাবতই, যাঁরা বাজপেয়ীজিকে তাঁর সংঘ পরিবারের থেকে একটু 'অন্যরকম' বলে ভাবতে অভ্যস্ত, তাঁরা এতে আনন্দ পাবেন। বাজপেয়ীজি সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন যে কত সঠিক তা দেখাতে তাঁরা এখন এই উদ্ধৃতি তুলে ধরবেন। কিন্তু বাজপেয়ীজির এই আপাত উদার, পরধর্মসহিষ্ণু মধুর বাণীগুলির মধ্যে সততা কতদূর, এই সমস্ত মানুষেরা তা খতিয়ে দেখেছেন কি? তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, বাজপেয়ীজির কথাগুলি সত্যিই আন্তরিক, তাহলে একথাই বলতে হয় যে তাঁর দল পরিচালিত মন্ত্রীসভায় আজ আর তাঁর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কারণ একদিকে যখন তিনি দেশের উন্নয়নে মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, ঠিক তখনই এন ডি এ-র কর্মসূচিতে ঢুকে পড়েছে রামমন্দির নির্মাণ কিংবা গোহত্যা নিবারণের মতো সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলি। এন ডি এ সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী রথযাত্রায় বেরিয়ে হিন্দুত্বের উগ্র প্রচার করে চলেছেন। গুজরাটে সংখ্যালঘু মানুষের রক্তে যাঁর হাত রাঙানো সেই নরেন্দ্র মোদিকে নিজের নির্বাচন কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে জনসভা করতে না দিলেও বাজপেয়ীজি অন্যান্য রাজ্যে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ জনসভাগুলি রুখতে পারেননি, বা তার চেষ্টাও করেননি। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান বা কর্ণাটকের মতো রাজ্যে বিজেপি নেতারা মহা উৎসাহে নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বিজেপি জোট সরকারের ওপর অটলজির নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে শুধু নয়, প্রশ্ন ওঠে দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াসের আন্তরিকতা নিয়েও। সত্যিই কি বাজপেয়ীজি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে? তাঁর আমলেই তো ঘটে গেছে মিশনারি গ্রাহাম স্টেইনস্ ও তাঁর শিশুপুত্রদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা। বাইবেল পোড়ানো এবং মিশনারি মহিলাদের গণধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটেছে তাঁর সময়েই। বাজপেয়ীজি যদি যথার্থই সংঘ পরিবার থেকে একটু 'অন্যরকম' হতেন, তাহলে তিনি হামলাকারীদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন ও তাদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তা না করে তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ধর্মান্তরকরণের বিষয়টিকে নিয়ে জাতীয় বিতর্ক হওয়া উচিত। এই বক্তব্যের দ্বারা কার্যত সে সময় তিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ঐ কাজকে পরোক্ষে সমর্থনই করে গেছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালেই বিজেপি ও সংঘ পরিবার হীন রাজনৈতিক স্বার্থে নগ্ন ও ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে দেশের নানা স্থানে পরিকল্পিত ও সংগঠিত দাঙ্গা বাধিয়েছে। তাঁর আমলেই গুজরাটে নেমে এসেছিল সংখ্যালঘু নিধনের কুৎসিত অন্ধকার। সেখানে নির্বিচারে মুসলিম হত্যাকাণ্ড শুরু হলে একদিকে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার লুঠেরা ও ঘাতকদের বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, ৩৬ ঘণ্টা ধরে দাঙ্গা চালাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও সে সময় হাত গুটিয়ে বসে থেকেছেন। বিভিন্ন মহল থেকে গুজরাটে সেনা নামানোর ব্যাকুল আর্জি সত্ত্বেও তাতে তিনি কর্ণপাত করেননি। ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে গণহত্যা শুরু হওয়ার ১ মাসেরও বেশি সময় পরে বাজপেয়ীজি আমেদাবাদের ত্রাণশিবিরগুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন — 'গুজরাট দেশের একটা কলঙ্ক; আমি বিদেশে গিয়ে মুখ দেখাবো কেমন করে!' আবার এই ঘটনার ঠিক ৮ দিন পরেই গোয়ার পানাজিতে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সভায় এই বাজপেয়ীজিই গোধরার প্রসঙ্গ টেনে এনে গুজরাটের সরকারি মদতপুষ্ট গণহত্যাকে নির্লজ্জ সমর্থন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন — 'মুসলমানেরা যেখানেই থাকে, ঝামেলা পাকায়।' আরও বলেছিলেন, গুজরাটের সংখ্যালঘু নিধনের ঘটনা গোধরাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া। গুজরাট গণহত্যার পর এই অটলবিহারী বাজপেয়ীই নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের দাবি খারিজ করে দিয়ে তাঁকে 'রাজধর্ম' পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দাঙ্গার পরে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি যখন জয়লাভ করলেন তখন এই অটলবিহারী বাজপেয়ীই সর্বাগ্রে মালা হাতে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন সে রাজ্যে। তখন তিনি এ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি যে, এরপর থেকে 'গুজরাট লাইন'ই হবে 'বিজেপির লাইন'। আজও সুপ্রিম কোর্ট যখন বেস্ট বেকারি মামলা গুজরাট থেকে সরিয়ে অন্য রাজ্যের বিচারালয়ে স্থানান্তরিত করার আদেশ দেয়, তখনও নরেন্দ্র মোদির তৎকালীন ভূমিকার সমালোচনায় একটি শব্দও বাজপেয়ীজিকে উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি।

আসলে বাজপেয়ীজি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের একনিষ্ঠ সেবক ছাড়া অন্য কিছুই নন। ক্ষমতার লোভে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। ভোটের মুখে তাঁর মুখে মুসলিম দরদের যে সব কথা শোনা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মিথ্যা ভাষণের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, তা হল মুসলিম ভোটারদের মন থেকে বিজেপি-বিদ্বেষ দূর করে পুনরায় দিল্লির মসনদে বসার পথ কণ্টকমুক্ত করা। ক্ষমতার গদি দখলের লক্ষ্যে এতদিন নরম-গরম কায়দায় হিন্দুত্ববাদকে খুঁচিয়ে তোলার পরিকল্পিত পথে চলে এসে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবারের লোকসভা নির্বাচনে একই সঙ্গে মুসলিম ভোট টানতে আজ মুসলিম ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের সৌরভ ছড়াচ্ছেন। সুতরাং পূর্বাপর তাঁর ভূমিকা বিচার করলে একথা বলতেই হয় যে, তিনি আদপেই একজন ক্ষমতাহীন অসহায় প্রধানমন্ত্রী নন, প্রয়োজনমত রঙ বদলাতে ও জনগণকে প্রতারিত করতে তিনি একজন সিদ্ধহস্ত রাজনীতিক।

২৪ এপ্রিলের সভা

তিনের পাতার পর

ভোট দিয়ে ঠকে ঠকে মানুষ বলে, ভোট দিয়ে কিছু হবে না। তবুও মানুষ ভোট দেবেন। কারণ, মানুষের মনে এই ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, ভোট মানুষের একটা বিরাট গণতান্ত্রিক অধিকার। বাস্তবে এই ব্যবস্থায় এই ভোটাধিকারের কোনও মূল্য যে মানুষের জীবনে নেই, এই চেতনা গড়ে তোলার জন্যই এবং ভোট সম্পর্কে মানুষের মোহ ভাঙাবার জন্যই বিপ্লবীরা ভোটে নামে। আমরাও সেজন্যই ভোটে লড়াই করি। আমরা মানুষকে বলি, নির্বাচন যদি সম্পূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠুও হয়, যা আজ বাস্তবে অসম্ভব — তাহলেও তার মধ্য দিয়ে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হবে না। সেজন্য চাই বিপ্লব। এস ইউ সি আই সেই লক্ষ্য থেকেই গণআন্দোলনের রাজনীতি করছে, জনগণের সত্যিকারের সমস্যা ও দাবি নিয়ে লড়াই করছে।

তিনি বলেন, ভোটে আমরা হারব কি জিতব, সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, মানুষকে কতটা রাজনীতি বোঝাতে পারলাম, কত মানুষের যোগাযোগ পেলাম, গণদাবীর গ্রাহক কত করতে পারলাম, আগামী দিনের আন্দোলনের জন্য জমি কতটা তৈরি করতে পারলাম।

এই পশ্চিমবাংলায় বামপন্থা ও গণআন্দোলনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। সিপিএম তাকে ধ্বংস করেছে, গণআন্দোলনের জমি নষ্ট করেছে। এখন তো সরকারে বসে আন্দোলনকে তারা দমনই করছে। আমরা আন্দোলনের পথেই চলছি। যাঁরা বলেন, এস ইউ সি জিততে পারবে না, তাঁদের কাছে প্রশ্ন, যারা জিতেছে, তারা জনগণের কোন্ স্বার্থটা দেখেছে। ব্যাপক জনগণ আজ আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধি চান। অনেকে দলের শক্তিবৃদ্ধি বলতে এম এল এ/এম পি'র সংখ্যা বোঝেন। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন, বিপ্লবী দলের শক্তিবৃদ্ধি নির্ভর করে শ্রেণীসংগ্রাম, গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করার ওপর, সেজন্য আন্দোলনের গণকমিটি গঠনের ওপর। ইতিহাসের এই সত্যটা আপনাদের মনে রাখতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই গণসংগ্রাম ও নিজেদের জীবনের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। নির্বাচনকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

শোকপ্রস্তাব

কলকাতায় ২৪ এপ্রিলের সভা চলাকালীন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সিপিএম ঘাতকবাহিনীর হাতে এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড সইদুল সর্দারের নিহত হওয়ার সংবাদ আসে। এই খুনের রাজনীতির প্রতি ধিক্কার জানিয়ে একটি প্রস্তাব সভায় গ্রহণ করা হয় এবং নিহত কর্মীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পরে এক বিরাট ধিক্কার মিছিল কলেজে স্কোয়ার থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত যায়।

বেসরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল ঘোষিত

'দীর্ঘ আন্দোলনের পরে অবশেষে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু হয়েছে। এ জয় ঐতিহাসিক। কিন্তু এখনও প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা চালু হয়নি। অবিলম্বে সরকারের উচিত পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করা। এছাড়া রাজ্য সরকারের মূল্যায়ন প্রথা এবং অটোমেটিক প্রমোশন যে কত অসার — তা আজ প্রমাণিত। রাজ্য সরকার বৃত্তি পরীক্ষার দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে বহির্মূল্যায়ন চালু করেছে তারও বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। সম্পূর্ণ অবাস্তব অকার্যকরী একটি পরীক্ষার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। এটি প্রহসন ব্যতীত অন্য কিছু নয়।' — প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এ বছরের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল গত ২৩ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে গিয়ে একথা বললেন, পর্ষদ সম্পাদক কার্তিক সাহা।

এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। পাশের হার ৬৬.৮৪ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৬.১১ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে ২৮.৬৪ শতাংশ এবং সাধারণভাবে ১২.০৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। এ বছর তুলনামূলকভাবে পাশের হার গত বছরের চেয়ে কিছু বেশি। বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের ছাত্রী মধুপর্ণা ঘোষ। ৪০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৮৮।

মাতৃভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মাতৃভাষা ও গণিতে পাশের হার প্রায় সমান। (যথাক্রমে ৭৮.৮৯ ও ৭৯.৫৬ শতাংশ)। সবচেয়ে ভাল পাশের হার বিজ্ঞান বিষয়ে ৮৮.৪৬ শতাংশ। ইংরেজিতে পাশের হার ৮৬.৭১ শতাংশ, ইতিহাস-ভূগোলে ৭৭.৩৯ শতাংশ।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজ্য পর্যায়ে ৫০ জন ও জেলা পর্যায়ে ৪৫০ জনকে (মোট ৫০০ জন) বৃত্তি দেওয়া হবে। অর্থের পরিমাণ ছাত্রপিছু এক বছরের জন্য যথাক্রমে রাজ্যপর্যায়ে ১২০০ টাকা ও জেলাপর্যায়ে ৬০০ টাকা। আগামী ৩০ মে কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এদের হাতে বৃত্তির অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত ভাষা ও শিক্ষানীতির ফলে এই রাজ্যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনমন ঘটে চলেছে। তাকে প্রতিরোধ করে শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে ১৩ বছর যাবত বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম বছর ২০ হাজার পরীক্ষার্থী দিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয় — যা বর্তমান বছরে প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষার ফলে শিক্ষায় আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এবং সরকারের নীতিতে ধ্বসে যাওয়া শিক্ষার মানকে কিছুটা প্রতিরোধ করে একে উন্নত করার চেষ্টা আংশিক সফলও হয়েছে। এতে রাজ্যের ব্যাপক অংশের শিক্ষক সমাজ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাড়া দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-যুবকরা নিঃস্বার্থভাবে ফ্রি-কোচিং ক্লাস চালাচ্ছেন — যা সত্যিই অভূতপূর্ব। দীর্ঘ ১৩ বছর যাবত সরকারি নীতিকে পরোয়া না করে সুষ্ঠুভাবে এত বড় একটি পরীক্ষা পরিচালনা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

অমৃত দাসের মত ছাত্রদের ফ্রি স্টুডেন্টশিপ দেওয়ার দাবিতে ও মেডিক্যালে বর্ধিত ফি'র প্রতিবাদে ২২শে এপ্রিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল স্টুডেন্টস্ এ্যাকশান ফোরাম ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভে এম সি ডি এস এ যোগ দেয়।

ভাবতে পারেন? এই ভারতেই!

মুষ্টিমেয়ের ভারত, সুখী সমৃদ্ধ। এই ভারতে বাস করেন বাজপেয়ী, আদবানী, সোনিয়া গান্ধীরা। এঁদের ঘনিষ্ঠ মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আয় কত? সংবাদে প্রকাশ রিলায়েন্স থেকে মুকেশ আম্বানি বেতন পান বছরে ১২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ দিনে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার বেশি। রিলায়েন্সের অনিল আম্বানি পান ১২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। তের জনের এই তালিকার সর্বনিম্নে আছেন বাজাজ অটোর মধুর বাজাজ। তাঁর বেতন বছরে ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৯৪ টাকা। অর্থাৎ দৈনিক ১৩ হাজার ২৩৪ টাকা। এঁরা হলেন একচেটিয়া মালিক। বেতন ছাড়াও এঁরা পরিচালকবর্গের মিটিংয়ে যোগদান করার জন্য বিপুল অঙ্কের ফি পান। এদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোম্পানি। আধুনিক বৃহৎ শিল্পে এভাবেই মালিকের হাতে মুনাফা আসে।

কত খাটেন এঁরা? এই বেতনের ন্যায্যতা কোথায়? এঁদেরও দিন চব্বিশ ঘণ্টায়। ৫০ টাকা মজুরির কৃষিমজুর, ৭০ টাকা মজুরির দিনমজুর, ১০০/১২০ টাকা আয়ের রিক্সা বা ভ্যানচালকের খাটুনির তুলনায় কতটুকু খাটেন এঁরা। যদি মাথার খাটুনির কথা ধরা যায় তবে একজন ডাক্তার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানীর সমান এরা কেউ খাটে না। মালিকের মাথার কাজটাও করে দেয় মাইনে করা ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভরা।

এঁরা কি পুঁজির মালিক? হ্যাঁ এবং না দুটোই সত্য। ভারতবর্ষে কোম্পানির মালিকরা গড়ে ২০ শতাংশের কম পুঁজি খাটায়। বাকি আশি ভাগ পুঁজিই জোগায় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স বা অন্য লগ্নি সংস্থা, যারা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানতকে একজোট করে বিরাট অঙ্কের পুঁজি মালিকদের দেয়।

মালিকরা কতটা ঝুঁকি নেয়? অনেকে বলেন মুনাফা হল ঝুঁকির পুরস্কার। বাস্তবে মালিক সর্বাধিক ওই ২০ শতাংশ পুঁজিরই ঝুঁকি নেয়। তার ওপর কোম্পানি মার খেলে বা তার আগেই মালিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নানা চালাকি ও কারচুপির রাস্তায় নিজের পুঁজি বের করে নেয়। মার খায় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য লগ্নি সংস্থা। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত মার খায় জনগণ।

অবিশ্বাস্য অঙ্কের বেতন, ভাতা, হোটেল, বিমান খরচ ইত্যাদি বাবদ খরচ হিসাবে এবং নানা কারচুপিতে মালিক যে কোটি কোটি টাকা টেনে নেয় সেটাই মুনাফা। সেটা আসে শ্রমিক-কর্মচারীর শ্রমের ফসল লুঠ করে।

একটা বড় কারখানা চালু থাকলে মজুর যেখানে দৈনিক ২০০/৩০০ টাকা পায়, অসংগঠিত শিল্পে এর সিকিও যেখানে পায়না, সেখানে মালিক পায়ের ওপর পা তুলে শ্রমিকের খাটনির ফসল থেকে দিনে ১৩ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা পায়। এই চরম বৈষম্য চালু রাখে যে ব্যবস্থা সেটাকেই বলে পুঁজিবাদ, যাকে উৎখাত না করে এই বৈষম্য যাবে না। (তথ্যসূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস, ২১.৪.০৪)

কোথায় আছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ

ঘরে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার	করেন	৫৫%	করেন না	৪৫%
সাইকেল	আছে	৪৩.৭%	নেই	৫৬.৩%
রেডিও	আছে	৩৫.১%	নেই	৬৪.৯%
টিভি	আছে	৩১.৬%	নেই	৬৮.৪%
গ্যাস	আছে	১৭.৫%	নেই	৮২.৫%
দু'চাকার গাড়ি	আছে	১১.৭%	নেই	৮৮.৩%
টেলিফোন	আছে	৯.১%	নেই	৯১.৯%
গাড়ি	আছে	২.৫%	নেই	৯৭.৫%

(সূত্র ঃ জনগণনা রিপোর্ট। দ্রঃ ইকনমিক টাইমস ২০-৪-০৪)

কেমন আছে দেশের মানুষ

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই ঃ মুম্বইয়ের ৬২টির মধ্যে ৫৬টি সুতাকলই বন্ধ। খোলা ৬টি মিলের মধ্যে ২টি ঠিকঠাক চলছে। বাকি ৪টি মিল নাম কা ওয়াস্তে খোলা রয়েছে। সুতোকলে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক গত পাঁচ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে কাজ হারিয়েছেন। বিদর্ভ অঞ্চলেও একের পর এক কারখানা বন্ধ। মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে জমি পেয়ে যে সব শিল্পপতিরা ছোট বা মাঝারি কারখানা করেছিলেন, তারা একের পর এক কারখানা বন্ধ করে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। শুধুমাত্র নাগপুরের আশেপাশেই এম আই ডি সি'র ৮০টি কারখানা বন্ধ। ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছেন। (সংবাদ প্রতিদিন, ১৭-৪-০৪)

ওড়িশা, কোরাপুট ঃ ২ বছর আগে ১৫ দিনের মধ্যে চলে গিয়েছিল বিশুর মা ওরানো (৬০), স্ত্রী হারসু (২৩) এবং ৪ বছরের ছেলে সুন্দর। ডাক্তার দেখানোর পয়সা ছিল না। পরে সরকারি চিকিৎসক গ্রাম ঘুরে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, মৃত্যুর কারণ অনাহার থেকে অপুষ্টি। ২০০২ সালে রাতারাতি খবরের কেন্দ্রে চলে এসেছিল বিশুদের গ্রাম পরশগুড়া, ব্লক কাশীপুর, থানা লক্ষ্মীপুর, জেলা কোরাপুট। কাশীপুরের পরশগুড়া, ইতাজারি, গিতকুণ্ডা গ্রামগুলিতে মড়ক লেগেছিল সে বছর। অনাবৃষ্টিতে চাষের ক্ষেত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পেটের ভাত যোগাড় করতে কিন্তু সরযূদের এক একজনকে যেতে হয়েছে ১০-১২ কিলোমিটার হেঁটে, অভুক্ত শরীরে। সেই ধকল অনেকের সয়নি, নিজেও মরেছে, মা মারা যাওয়ায় মরেছে তার অভুক্ত শিশুরাও। ওই তিন গ্রামে একমাসে মারা গিয়েছিলেন ১৬ জন। বিশু মাঝি, সরযূ মাঝিদের অভিযোগ, ''বহুদিন খেতে না পেয়ে মারা গিয়েছে সব মানুষ। ওদের মধ্যে কোলের শিশুই বেশি।'' দু'বছর আগেকার ঐ মড়কে ২৫ বছরের মেয়ে সরোজিনী মারা গিয়েছিল। সরোজিনীর মায়ের কথায়, ''কয়েকদিন মেয়েটা তেমন খেতে পায়নি। কিন্তু তার কোলের মেয়ে ছাড়বে কেন? নিজে খেতে না পেলেও সরোজিনী তার মেয়েকে বুকের দুধ খাইয়ে গিয়েছে রোজ। আমি বুঝতে পারিনি, মাঠে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়েছিল। আর ওঠেনি।'' কাশীপুর ব্লক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অপুষ্টির কথা স্বীকার করলেও অনাহারের তত্ত্ব মানতে চায়নি। (আনন্দবাজার, ১০-৪-০৪)

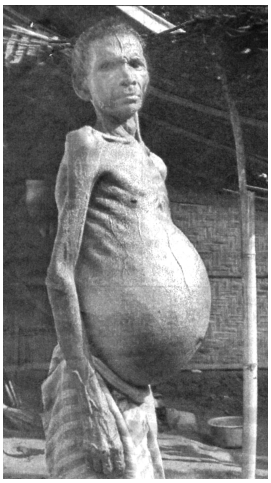

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ জলপাইগুড়ির ক্রান্তির যোগেশচন্দ্র চা বাগানের কর্মী শ্রীলাল ওরাওঁ মৃত্যুর দিন গুণছেন। ছবি ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঝাড়খণ্ড, রাঁচি ঃ এই রাজ্যে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হয় ৫৫% মেয়ের। ...প্রতি ১০০ জনে ৯টি শিশুর মৃত্যু হয় এই রাজ্যে। তার মধ্যে ৭২%-ই সদ্যোজাত। (আনন্দবাজার, ২১-৪-০৪)

ঝাড়খণ্ড, গুমলা ঃ ভোটের প্রচারের কথা শোনার জন্য হাজিরই নেই এ তল্লাটের ৪০-৫০টি গ্রামের মানুষ। পেটের দায়ে তাঁরা সব ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। ওই সব মানুষেরা ঘর ছেড়েছেন আহ্লাদে নয়, অভাবের তাড়নায়। কোথায় গেলেন তাঁরা? চাষের কাজ করে পয়সা উপার্জন করতে। এই দিগরে সেচের জল বলে কোথাও কোনও কালে কিছু ছিল না, আজও নেই। বৃষ্টি হলে চাষ, না হলে সর্বনাশ। ক্ষেতে যা ফসল হয়, তাতে ৩-৪ মাসের বেশি চলে না। ফি বছর একই বৃত্তান্ত। নভেম্বর-ডিসেম্বরে যাওয়া, জুন-জুলাইয়ে ফেরা। লোকের মুখে মুখে এই সব গ্রাম তাই হয়ে গিয়েছে 'পলায়ন গ্রাম'। (আনন্দবাজার, ১৩-৪-০৪)

অন্ধ্রপ্রদেশ, কুপ্পাম ঃ হায়দ্রাবাদে চোখ ধাঁধানো উড়ালপুল হয়তো হয়েছে, কিন্তু গ্রামে পানীয় জল পৌঁছায়নি। সাইবারাবাদ হয়তো তৈরি হয়েছে, কিন্তু গ্রামের লোকের কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ হয়নি। বিশ্বব্যাঙ্ক আর আমজনতা, দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে এই দুটোকে রাখতে গিয়ে জনতা-জনার্দনকে একটু বেশিই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ফেলেছেন তেলেগু দেশম প্রধান। কুপ্পামে ঢুকলে এখন নজরে পড়ে নতুন তৈরি হওয়া মেডিক্যাল কলেজ কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তেলেগু দেশমের বড় পার্টি অফিস হয়েছে, সিনেমা হল হয়েছে। কিন্তু মানুষের চাকরি কোথায়? (প্রতিদিন, ১৭-৪-০৪)

কুলতলির নারী নিগ্রহের ঘটনা নিয়ে মানবাধিকার কমিশনে এম এস এস

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রামের মহিলাদের উপর ও সি জয়দীপ ব্যানার্জী এবং এস আই রজত হাজরা সহ একদল পুলিশ গত ১৭ এপ্রিল রাত্রে যে নৃশংস অত্যাচার চালায় তার প্রতিবাদে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন গত ২১ এপ্রিল। ঘটনার দিন রাত্রি ২টার সময় পুলিশ গ্রামে ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের বন্দুকের কুঁদো ও লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করে। ঘটনায় কয়েকজন মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। বাসন্তী সরদার এখনও বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

চেয়ারম্যান সমস্ত ঘটনা শোনেন ও আক্রান্ত মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ২ সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এই পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বাসুদেব ব্যানার্জীর সাথে এম এস এসের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি আগামী ২৭ এপ্রিল সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net